নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

অর্থ-বাণিজ্য

ঔষধি উদ্ভিদে সবুজ বিপ্লব: বছরে ১০০ কোটি টাকার বাণিজ্য

এক কবিরাজের হাত ধরে বদলে গেছে ১৬ গ্রামের মানুষের ভাগ্য

মোঃ মামুনুর রশীদ: প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ



একসময় অভাব-অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী। জীবিকার তাগিদে অনেককে ছুটতে হতো শহরে। সেই চিত্র এখন বদলে গেছে। মাঠের পর মাঠজুড়ে সবুজ অ্যালোভেরা, শিমুলমূল, শতমূলী, অশ্বগন্ধা ও রোজেলার সমারোহ। বাড়ির উঠান থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি-সবখানেই ঔষধি উদ্ভিদের চাষ। এই ভেষজ চাষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নতুন অর্থনীতির এক সম্ভাবনাময় জনপদ। নাটোরের লক্ষ্মীপুর ও খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা এখন জড়িয়ে আছে ঔষধি উদ্ভিদের সঙ্গে। বছরে প্রায় ১০০ কোটি

টাকার বাণিজ্য ঘিরে এই জনপদ পরিচিতি পেয়েছে ‘ঔষধি গ্রাম’ হিসেবে। স্থানীয় কৃষকদের হাত ধরে গড়ে ওঠা এই ভেষজ অর্থনীতি বদলে দিয়েছে বহু পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা। কেউ কৃষিকাজে ফিরে পেয়েছেন জীবিকার নিশ্চয়তা, কেউ চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে হয়েছেন উদ্যোক্তা। আবার উৎপাদনের পাশাপাশি ভেষজ উদ্ভিদ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও পরিবহনেও তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফলে ঔষধি উদ্ভিদ চাষ এখন শুধু কৃষিকাজ নয়, বরং একটি বিস্তৃত গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নাম।

সবুজ মাঠে সম্ভাবনার চাষ :

নাটোরের এই ভেষজ পল্লীর মাঠে চোখে পড়ে অ্যালোভেরার আধিক্য। সারি সারি গাছে ভরা জমির পাশেই কোথাও শিমুলমূল, কোথাও শতমূলী, ঘৃতকাঞ্চন কিংবা অশ্বগন্ধার চাষ। নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে রোজেলাও। কৃষকদের কাছে এসব

উদ্ভিদ এখন আয়ের অন্যতম উৎস। নাটোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ অঞ্চলে প্রায় ১৫৫ হেক্টর জমিতে ঔষধি উদ্ভিদের চাষ হয়। এর মধ্যে ৭৫ হেক্টরে অ্যালোভেরা, ৫০ হেক্টরে শিমুলমূল এবং বাকি ৩০ হেক্টরে অন্যান্য ভেষজ

উদ্ভিদ উৎপাদিত হয়। বছরে প্রায় ১৫ হাজার টন অ্যালোভেরা উৎপাদনের পাশাপাশি এলাকায় চাষ হচ্ছে প্রায় ১৫০ প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ। স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত এসব ভেষজ উদ্ভিদ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। বিশেষ করে অ্যালোভেরা ঘিরে গড়ে উঠেছে বড় বাজার। প্রতিদিন ট্রাকে করে পাতা চলে যাচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে। ওষুধ, প্রসাধনী, জুস ও শরবত তৈরির কাঁচামাল হিসেবে অ্যালোভেরার চাহিদা থাকায় কৃষকেরা উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সুযোগ পাচ্ছেন বিভিন্ন বাজারে। ময়মনসিংহের ভালুকায় অবস্থিত তাইওয়ান সিন লিন এন্টারপ্রাইজও এখানকার অ্যালোভেরার বড় ক্রেতা। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ভেষজ কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি কিছু পণ্য বিদেশেও রপ্তানি হয়।

একজন কবিরাজের হাত ধরে যাত্রা :

আজ যে জনপদে ঔষধি উদ্ভিদ ঘিরে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল একজন মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তিনি কবিরাজ আফাজ উদ্দিন পাগলা। ১৯৯৫ সালের দিকে খোলাবাড়িয়ায় নিজের বসতবাড়ির আশপাশে বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি গাছের চাষ শুরু করেন তিনি। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করতেন এসব গাছের চারা ও বীজ। শুরুতে উদ্যোগটি ছিল সীমিত পরিসরে। তবে ঔষধি উদ্ভিদ চাষে তার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা আশপাশের মানুষের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করে। একপর্যায়ে গ্রামের অন্য বাসিন্দারাও এ চাষে যুক্ত হতে শুরু করেন। একজনের উদ্যোগ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। এভাবেই

গড়ে ওঠে ভেষজ চাষের বিস্তৃত বলয়। আফাজ উদ্দিন পাগলা আজ আর বেঁচে নেই। তবে তার শুরু করা উদ্যোগের সুফল ভোগ করছেন এলাকার বহু পরিবার। একসময় যে চাষ ছিল ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, সময়ের সঙ্গে তা পরিণত হয়েছে স্থানীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে।

চাকরি ছেড়ে কৃষিতে ফিরেছেন সৌরভ :

এই পরিবর্তনের বাস্তব উদাহরণ সৌরভ হোসেন। জীবিকার প্রয়োজনে একসময় ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন তিনি। পরে শহরের চাকরি ছেড়ে ফিরে আসেন গ্রামে। শুরু করেন অ্যালোভেরা চাষ। বর্তমানে তার দুই বিঘা জমিতে উৎপাদিত হচ্ছে এই ভেষজ উদ্ভিদ।

সৌরভের অভিজ্ঞতায়, নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যা করলে অ্যালোভেরার ভালো ফলন পাওয়া যায়। বাজারে এর চাহিদাও মোটামুটি ভালো। উৎপাদিত পাতা বিক্রি করেই চলে তার সংসার। সৌরভের মতো এলাকার অনেক তরুণ এখন কৃষিকে জীবিকার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে দেখছেন। প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি ভেষজ উদ্ভিদ চাষে যুক্ত হয়ে কেউ নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করছেন, কেউ গড়ে তুলছেন আয়ের নতুন উৎস। ফলে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার প্রবণতার বিপরীতে নিজ এলাকায় থেকেই জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

রোজেলায় নতুন স্বপ্ন :

অ্যালোভেরার পাশাপাশি এই অঞ্চলে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে রোজেলা চাষ। ২০১৭ সালে প্রথম রোজেলা চাষ শুরু করেন স্থানীয় কৃষক শহিদুল ইসলাম। এ বছর তিনি দুই একর জমিতে এই উদ্ভিদ চাষ করেছেন। তার উদ্যোগ ও সাফল্য দেখে এলাকার অন্য কৃষকেরাও রোজেলা উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। নতুন এই ফসলের চাষ ভেষজ পল্লীর কৃষিতে বৈচিত্র্য আনছে। একই সঙ্গে প্রচলিত পণ্যের বাইরে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি করছে। তবে নতুন ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারের চাহিদা, ন্যায্যমূল্য এবং বিক্রির নিশ্চয়তা গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পেলে রোজেলাসহ অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদের চাষ আরও সম্প্রসারিত হতে পারে।

কাঁচামাল থেকে তৈরি হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য পণ্য :

ভেষজ পল্লীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন আর শুধু জমিতে ফসল ফলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। উৎপাদিত কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেকে। এতে কৃষির সঙ্গে ছোট ব্যবসা ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমেরও বিস্তার ঘটছে। লক্ষ্মীপুর বাজারের ভেষজ পণ্যের ব্যবসায়ী মোবারক হোসেন তাদের একজন। তিনি জানান, নিজেদের উৎপাদিত ভেষজ উদ্ভিদ প্রক্রিয়াজাত করে গুঁড়া ও হালুয়া তৈরি করেন।

পরে এসব পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করেন। এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ তৈরি করছে। কাঁচামাল হিসেবে বিক্রির পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত পণ্য বাজারজাত করতে পারলে উদ্যোক্তারা নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ পান। একই সঙ্গে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও পরিবহনের মতো কাজে বাড়তি কর্মসংস্থান তৈরি হয়। ফলে ভেষজ চাষের অর্থনৈতিক সুফল ছড়িয়ে পড়ে কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে।

সম্ভাবনা বাড়াতে প্রয়োজন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ : নাটোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক হাবিবুল ইসলাম খানের ভাষ্যমতে, ভেষজ উদ্ভিদ চাষের মাধ্যমে লক্ষ্মীপুর ও খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের ১৫-১৬টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ অঞ্চলে উৎপাদিত ভেষজ

উদ্ভিদ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। অ্যালোভেরা এখানকার অন্যতম প্রধান উৎপাদিত পণ্য, যা শরবতসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তার মতে, ঔষধি উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বাড়াতে গবেষণার পরিধি বাড়ানো এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগ কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তবে এই সম্ভাবনাকে দীর্ঘমেয়াদে কাজে লাগাতে উৎপাদনের পাশাপাশি আরও কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। উন্নত চাষপদ্ধতি, মানসম্মত চারা ও বীজের প্রাপ্যতা, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণব্যবস্থা এবং বাজারের নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে ভেষজ কাঁচামালের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো গেলে পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে কৃষকেরা যাতে মধ্যস্বত্বভোগীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না হয়ে ন্যায্যমূল্য পান, সে জন্য বাজারসংযোগ ও বিপণনব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ, প্রশিক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

গ্রামীণ অর্থনীতির নতুন দিগন্ত :

নাটোরের ঔষধি গ্রাম প্রমাণ করেছে, স্থানীয় সম্পদ ও মানুষের উদ্যোগকে কাজে লাগাতে পারলে গ্রামেই গড়ে উঠতে পারে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন ক্ষেত্র। একজন কবিরাজের হাত ধরে শুরু হওয়া ঔষধি উদ্ভিদ চাষ আজ হাজারো মানুষের জীবিকার অবলম্বন। মাঠের ফসল থেকে বাজারের পণ্য—প্রতিটি ধাপে যুক্ত হচ্ছে নতুন মানুষ, তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা। তবে এই অগ্রযাত্রাকে টেকসই করতে প্রয়োজন পরিকল্পিত উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাজারব্যবস্থার আধুনিকায়ন। এসব

উদ্যোগ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে নাটোরের এই ভেষজ পল্লী শুধু স্থানীয় অর্থনীতির উদাহরণ হয়ে থাকবে না; বরং দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ঔষধি
উদ্ভিদভিত্তিক কৃষি ও গ্রামীণ উদ্যোক্তা উন্নয়নের অনুকরণীয় মডেল হয়ে উঠতে পারে। সবুজ অ্যালোভেরার মাঠে তাই এখন শুধু ফসলের সমারোহ নয়, দেখা যায় বদলে যাওয়া জীবনের গল্প। যে জমি একসময় ছিল সাধারণ কৃষিজমি, সেই জমিই আজ হাজারো মানুষের স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন বুনছে।